তারিখ ... 29-APR-2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

'আফলাতুন' – শিশু শিক্ষার নতুন ধারণা

নিশাত সুলতানা

'আফলাতুন' শব্দটা অনেকের কাছেই অপরিচিত সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে এটি এক ধরনের প্রচলিত হালুয়া জাতীয় মিষ্টিবিশেষ, যা প্রধানত তৈরি হয় শবেবরাতে। আজ আমি এই আফলাতুনের কথা বলব না, বরং আমি জানাতে চাই আফলাতুন নামে এক কার্যক্রমের কথা, যার শিক্ষা শিশুর মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়, যা শিশুকে ভবিষ্যতে সম্পদশালী করে এবং তাকে আদর্শ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলে।

'আফলাতুন' ধারণাটির উদ্ভাবক ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক নারী, যার নাম জিরো বিলিমোরিয়া। তিনি ২০০০ সালে সর্বপ্রথম ধারণাটির প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে 'আফলাতুন' একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ 'অনুসন্ধানকারী'। যে হবে সৎ, যার মনে আছে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা। আফলাতুনের আর একটি অর্থ হলো উদ্যমী, যে নিজ থেকে মানুষকে নানা ধরনের শিক্ষাদান করে। অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর নামের আরবি প্রতিশব্দও 'আফলাতুন'। প্লেটো সবসময়ই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদর্শ নাগরিকের প্রয়োজনীয়তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ বিষয়গুলো আফলাতুনের ধারণা প্রণয়নে ও উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। আফলাতুনের মধ্যে আছে কিছু সামাজিক গুণাবলি; যেমন– কীভাবে সমাজে একজন ভালো এবং সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা যায়, কীভাবে একে অপরকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভালোবাসা যায়, কীভাবে দলে কাজ করা যায়, দলে কাজ করলে কী সুবিধা পাওয়া যায় ইত্যাদি। শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার এই অনন্য উদ্যোগটি পরিচালিত হয় আফলাতুন ইন্টারন্যাশনাল নামে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা মাধ্যমে, যার সদর দপ্তর অবস্থিত আমস্টারডামে। বিশ্বের ১১৪টি দেশের প্রায় ৬০ লাখ শিশুকে আফলাতুন তার কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ভিন গ্রহ থেকে আসা আফলাতুনের কাল্পনিক চরিত্রটি দেখতে অগ্নিগোলকের মতো। কল্পিত চরিত্রটি শিশুদের পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষা দান করে– ১. নিজের সম্পর্কে জানা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা; ২. অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা; ৩. সঞ্চয় ও ব্যয় সম্পর্কে জানা; ৪. পরিকল্পনা ও বাজেটের ধারণা; ৫. শিশুর সামাজিক ও আর্থিক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ। এক কথায় আফলাতুন হলো শিশুকে সামাজিক কিছু মূল্যবোধ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং একই সঙ্গে আর্থিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন করা, যাতে সে দরিদ্রতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে। শিশু ও প্রি-প্রাইমারি শ্রেণীর শিশুদের (৩-৬ বছর বয়সী) ক্ষেত্রে আফলাতুনের এই কার্যক্রমটি আফলাটট নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে প্রাইমারি স্কুলের জন্য এটি আফলাতুন, কিশোর এবং তরুণদের (১৫ বছর এবং তার ঊর্ধ্বে) জন্য কার্যক্রমটি আফলাতিন নামে পরিচালিত হয়। এই

কার্যক্রমটির মধ্য দিয়ে শিশু তাদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারছে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা, পরিবারের সদস্যদের নির্দিষ্ট পছন্দ-অপছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখছে, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে এবং দলগত কাজের সুফল সম্পর্কে জানতে পারছে, নিজেদের অনুভূতিগুলো চিনতে, গ্রহণ করতে এবং অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখছে; সর্বোপরি সঞ্চয়ের গুরুত্ব এবং সঞ্চয়ের সুফল সম্পর্কে জানতে পারছে।

বাংলাদেশে আফলাতুন কার্যক্রম সর্বপ্রথম হাতে নেয় ব্র্যাক। ২০০৮ সালে ব্র্যাক তার কিছু প্রাইমারি স্কুলে আফলাতুন প্রথম পাইলট আকারে শুরু করে। পাইলট কার্যক্রম শেষে দেখা যায় আফলাতুন শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনেছে। ফলে ব্র্যাক পরে তার সব প্রাইমারি স্কুলে কার্যক্রমটি সম্প্রসারিত করে। শুধু তাই নয়, ব্র্যাকের সহায়তাপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এবং ব্র্যাক পরিচালিত কিশোরী ক্লাবেও কার্যক্রমটি শুরু করা হয়। এর মাধ্যমে দেখা যায় একদিকে শিশুরা যেমন ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগী হচ্ছে, অন্যদিকে তারা অর্জন করছে বেশ কিছু সামাজিক গুণাবলি, যা তার সুনাগরিক হয়ে ওঠার পথকে সুগম করছে। এ রকম বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তার প্রতিবেশীর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে, মাকে চমকে দিয়েছে ছাগল ছানা কিংবা মুরগি উপহার দিয়ে, ভাইবোনকে খাতা-কলম কিনে দিয়ে, ছোট রাস্তা কিংবা পুল, কালভার্ট নিজেরাই মেরামত করে এলাকাবাসীর উপকার করেছে। উদ্যোগগুলো ছোট হলেও এর গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কম নয়।

শিশুমন কৌতূহলপ্রবণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয় শৈশবে। শৈশবের যে কোনো শিক্ষাই একটি শিশু খুব দ্রুত গ্রহণ করতে পারে। তাই এই বয়সে শিশুর মধ্যে যদি সঞ্চয় প্রবণতাসহ অন্যান্য সদভ্যাসের বীজ বপন করা যায়, তবে তার সুফল শিশুটি সারাজীবন ভোগ করতে পারবে এবং ক্রমে দেশের জন্য শিশুটি সম্পদে পরিণত হয়ে উঠবে। তাই প্রি-প্রাইমারি স্তর থেকেই বিষয়টিকে মূল কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে শিশুকে শিক্ষাদান করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অনেকে ইতিমধ্যেই স্কুল ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে এগিয়ে এনেছেন। এখন প্রয়োজন তত্ত্বীয় বিষয়টিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে দুটি বিষয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করা। আশা করা যায়, কার্যক্রমটির মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হবে এবং শিশুরা সামাজিকভাবে সৎ, যোগ্য ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। তার মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠবে এবং সে তার এই সঞ্চয় প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ছোটবড় উদ্যোগ নিতে সমর্থ হবে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত